14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

স্কুলচিত্র

হাজার হাজার শিশু শিক্ষার্থী আর উদ্বিগ্ন অভিভাবক ॥ কোচিং শুধু নয় চাই নানা রকম গাইডও

ওর নাম আবীর। কিন্ডার গার্টেনে ক্লাস টু-তে পড়ে। এখন সে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হতে চায়। গত ৫ জানুয়ারি গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের সামনে কথা হয় আবীরের সঙ্গে। মায়ের পাসে সেও দাঁড়িয়েছিল ফরম তোলার লাইনে। মা হোসনে আরা জানান, একমাত্র ছেলেকে ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্য গত তিন-চার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শেষপর্যন্ত না পেরে ওকে ভর্তি করিয়েছিলাম কিন্ডার গার্টেনে।

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ওখানে ক্লাস টু-তে পড়লেও মনে বুঝ মানছে না। তাই আবারও এসেছি ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য শেষ চেষ্টা করতে। এক প্রশ্নের জবাবে হোসনে আরা বলেন, ক্লাস ওয়ানে ভর্তির উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত তাঁর খরচ হয়েছে অন্তত পনেরো হাজার টাকা।

আবীরের মতো রাজধানীর হাজারও কোমলমতি শিশু একটি ভাল স্কুলে ভর্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্লাস টু বা থ্রী-তে পড়েও তারা আবার গোড়া থেকে শুরুর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভর্তিচ্ছু প্রায় সব শিশুর জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে এক বা একাধিক প্রাইভেট টিউটর। তাদের ভর্তি করা হচ্ছে নামীদামী কোচিং সেন্টারে। পড়ার টেবিলে তাদের জন্য সাজানো থাকে রকমারি ভর্তি গাইড। আর মা-বাবার চেষ্টাতো রয়েছেই।

এতসব করার পরও একটি শিশু যখন ভর্তি হতে পারে না, তখন হতাশ হয়ে পড়েন মা-বাবা। শিশুর নিষ্পাপ চেহারায় ফুটে ওঠে বিষণ্ণতার ছাপ। যতদিন ক্লাস ওয়ানে ভর্তির বয়স থাকে, ততদিন চলতে থাকে চেষ্টা। কেউ কেউ সফল হয়। কেউবা বাধ্য হয়ে ভর্তি হয় কিন্ডার গার্টেনে বা অখ্যাত কোন স্কুলে।

ডিসেম্বর থেকে রাজধানীর স্কুলসমূহে শুরু হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা। এ অবস্থা চলবে গোটা জানুয়ারি মাস ধরে। নগরীতে সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারি স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এর মধ্যে সরকারী প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ৩২৫টি। সরকার কর্তৃক রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় অর্ধশত। বাকি প্রায় পাঁচ শ' হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন। জানা যায়, রাজধানীর নামীদামী স্কুলসমূহে এ বছর ভর্তি সমস্যা তীব্রতর হবে। এসব স্কুলে আবেদনকারী শিশুদের শতকরা ৫ জনকেও ভর্তি করা সম্ভব হবে না। বাধ্য হয়ে বাকি শিশুরা ভর্তি হবে কিন্ডার গার্টেন বা অখ্যাত কোন স্কুলে। পারিবারিক চাপের মুখে অধিকাংশ শিশু কিন্ডার গার্টেনে পড়েও সারা বছর

ভর্তি পরীক্ষায় ব্যস্ত এক শিশু। পেছনে আরেক শিশু-যে তার বাবা-মা'র মতোই জানেনা আদৌ সে ভর্তি হতে পারবে কি না

তৈরি হয় ক্লাস ওয়ানে ভর্তির জন্য। ফলে লেখাপড়া শুরু করতে গিয়েই অপচয় হচ্ছে দু'তিন বছর। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছেন অভিভাবকরা। আর মানসিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এসব শিশু। ভাল স্কুলে ভর্তি না হতে পেরে অনেক শিশু পড়াশোনা বিমুখ হয়ে পড়ছে বলে কয়েকজন অভিভাবক জানিয়েছেন। তাই একজন শিশুর ভবিষ্যত পড়াশোনা অনেকাংশে নির্ভর করছে ভাল স্কুলে ভর্তির ওপর।

ভিকারুন্নেসা নূন বেসরকারী স্কুলে এবার ক্লাস ওয়ানে প্রতি এক শ' জন ছাত্রীর মধ্যে ভর্তি হতে পারবে মাত্র চারজন। স্কুলটিতে দুই শিফটে ভর্তি করা হবে চার শ' ছাত্রী। কিন্তু আবেদনপত্র জমা পড়েছে প্রায় দশ হাজার। মর্নিং শিফটের পরীক্ষা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ডে শিফটেরও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ ও ১১ জানুয়ারি। গত ৫ জানুয়ারি ছিল মর্নিং শিফটের ভর্তি পরীক্ষা। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন হাজার হাজার অভিভাবক। এদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। স্কুল কম্পাউন্ডের পাশে সাময়িকভাবে তৈরি বেড়ার সাথে হাত লাগিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন একজন মহিলা। নাম মনিরা আখতার।

তে ছিল কয়েকটি ভর্তি গাইড ও
য়। মনিরা জানান, তাঁর সাত
মেয়ে সুইটি ভিকারুন্নেসা নুন
শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে।
দিয়েছিল। কিন্তু ভর্তি হতে
ক প্রশ্নের জবাবে মনিরা জানান,
র মেয়ে অন্তত পাঁচটি স্কুলে
দিবে। ভাল স্কুলে ভর্তির
লে মেয়েকে কিন্ডার গার্টেনে
বলে মনিরা জানান।
লয়ে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি
হয়েছে। এ শ্রেণীতে
ড়ছিল এক হাজার। আসন
সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলে
দেয়ার শেষ দিন ছিল
রীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৪
টরি স্কুলে এ বছর প্রথম
ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০ জন
হবে। এ স্কুলে প্রথম
নুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪
জমা পড়েছে। অগ্রণী
থম শ্রেণীতে ৮০টি
ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা প্রায়

লে প্রথম শ্রেণীতে
ত এক শ' জন ও
পনেরো জন ছাত্র
ক্লাসগুলোতে
আছে। প্রথম
জন্য গত বছর
জার দু'শ'। এ
জমা পড়তে
জানা গেছে।
ভিত্তিতে
য়। শতকরা
ছাত্ররা এ
হয়।
ল স্কুল ও

কলেজের অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান বলেন, এলাকাভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভর্তি সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিচু। শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। ফয়জুর রহমানের মতে, প্রত্যেক এলাকায় ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে স্কুল প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সরকারী বা বেসরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দায়িত্ববান শিক্ষক এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে ভর্তি সমস্যা সমাধান ও শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।

ভর্তি সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বদরুন্নেসা আহমদের। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে যেসব মারাত্মক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে ভর্তি সমস্যা অন্যতম। তার মতে, রাজধানীতে প্রয়োজন মতো আরও ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। না হলে আগামী দিনগুলোতে ভর্তি সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। নিজের স্কুলের সমস্যা সম্পর্কে বদরুন্নেসা জানান, আমার স্কুলে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এক শিফটে ক্লাস নিতে হয়। দ্বিতীয় শিফটে ক্লাস নেয় ধানমন্ডি গার্লস হাই স্কুল। তাছাড়া রুম সমস্যার কারণে বেশি ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, কামরুন্নেসা স্কুলে ক্লাস থ্রী থেকে টেন পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ক্লাস থ্রীতে আসনসংখ্যা ৩০টি। বাকি প্রত্যেক শ্রেণীতে দশ বা পনেরো। ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এ স্কুলে ভর্তি ফরম দেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১৫ জানুয়ারি।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্কুলচিত্র

(৫-এর পৃষ্ঠার পর)

একই কম্পাউন্ডে অবস্থিত ধানমন্ডি গার্লস হাই স্কুলের ভর্তি ফরম দেয়া চলছে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১৪ জানুয়ারি। এ স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বক্তব্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা সম্পর্কে যোগাযোগ করা হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আজিজ আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, নগরীতে ভর্তি সমস্যা নেই। তবে ভাল স্কুলে ভর্তি সমস্যা আছে। তিনি জানান, যেসব স্কুলের নাম আছে ও পড়াশোনা ভাল হয়, অভিভাবকরা সঙ্গত কারণেই সেসব স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েকে পড়াতে চান। আজিজ আহমদ বলেন, স্কুলের অভাবে কোন শিশু পড়াশোনা করতে পারছে না, এমন নজির কেউ দেখাতে পারবে না। শিক্ষার মান সম্পর্কে তিনি বলেন, অন্যান্য উন্নত দেশের স্টাইল এখানে অনুসরণ করা হয়। তবে দু'একটি স্কুল ব্যতিক্রম হতে পারে। রাজধানীতে স্কুল সংখ্যা পর্যাপ্ত কি না এর উত্তরে আজিজ আহমদ বলেন, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যানুসারে এগুলো পর্যাপ্ত। তাছাড়া সুযোগ মতো সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলো দোতলা বা তিনতলা এবং মেরামত করা হচ্ছে।

রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে— একথা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, ভর্তি সমস্যা নেই। জানা যায়, রাজধানীর প্রায় নয় শ' সরকারী-বেসরকারী ও কিন্ডার গার্টেনে যে আসন রয়েছে তাতে সব শিশুই ভর্তি হতে পারে। কিন্তু ভাল লেখাপড়া হয় এবং নাম আছে এমন স্কুলের সংখ্যা বড়জোর ২৫টি। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় অভিভাবকরা ঝুঁকে পড়েন ভাল স্কুলে সন্তানকে ভর্তির জন্য। এসব স্কুলে ভর্তি না করতে পারলে বাধ্য হয়ে তারা সন্তানকে ভর্তি করেন অখ্যাত স্কুলে বা কিন্ডার গার্টেনে। কিন্তু কিন্ডার গার্টেনের খরচ বহন করার মতো আর্থিক ক্ষমতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নেই। যে কারণে এসব পরিবারের শিশুরা শেষপর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী অখ্যাত স্কুলসমূহে ভর্তি হয়। রাজধানীর এসব স্কুলে পড়াশোনার সার্বিক পরিবেশ ভাল হলে ভর্তি সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। সে ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকরী উদ্যোগ ও ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ভাল স্কুলগুলো কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করছে বা কোন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছে, অখ্যাত সরকারী বা বেসরকারী স্কুলসমূহ তা অনুসরণ করতে পারে। তাছাড়া দায়িত্বশীল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ভাল রেজাল্টের পূর্বশর্ত। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রত্যেক স্কুলকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে আনার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর তথা প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ অচিরেই এ উদ্যোগ গ্রহণ না করলে ভর্তি সমস্যার গোলক ধাঁধায় চোখ ঝাপসা হবে আমাদের শিশুদের। শিক্ষা জীবনের শুরুতে হোঁচট খেলে তা কারও কারও গোটা জীবনেই হয়ত বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

SHEET ___ OF ___ SHEETS